কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ৪৩

সাদা মনের কবি

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ৪৩
সাদা মনের কবি

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনাকাল	জুলাই-আগস্ট ২০২১
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	আগস্ট ২০২১
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাহাফেক ২৯৪১:	কবি নির্বাক	০৭
কাহাফেক ২৯৪২:	নেয়নি কলা চোরে	০৮
কাহাফেক ২৯৪৩:	মাশুল দিয়ে কোভিড আনি	০৮
কাহাফেক ২৯৪৪:	আটকে দিলে কবির গতি	০৯
কাহাফেক ২৯৪৫:	কবিতার মতো কবিতা চলবে	১০
কাহাফেক ২৯৪৬:	বয়স যখন ষাট	১১
কাহাফেক ২৯৪৭:	বিশাল গরু	১২
কাহাফেক ২৯৪৮:	সীতাফল	১৩
কাহাফেক ২৯৪৯:	প্রবাল মণি জীবন	১৪
কাহাফেক ২৯৫০:	কুরবানি	১৫
কাহাফেক ২৯৫১:	মুক্ত পাখি	১৬
কাহাফেক ২৯৫২:	ঈদের খুশী	১৬
কাহাফেক ২৯৫৩:	আতাফল	১৭
কাহাফেক ২৯৫৪:	গরুর চামড়া	১৮
কাহাফেক ২৯৫৫:	গরীবের চামড়া	১৯
কাহাফেক ২৯৫৬:	মরলে গরু শুকুণ উড়ে	২০
কাহাফেক ২৯৫৭:	কবিও পাবে না রক্ষে	২০
কাহাফেক ২৯৫৮:	বঙ্গতাজের বাংলাদেশে	২১
কাহাফেক ২৯৫৯:	বংশধর	২২
কাহাফেক ২৯৬০:	বেচাকেনায় ধরা	২৩
কাহাফেক ২৯৬১:	ফকির আলমগীর	২৩

কাহাফেক ২৯৬২:	বাড়ি ফেরা	২৫
কাহাফেক ২৯৬৩:	অকালপক্ক	২৫
কাহাফেক ২৯৬৪:	প্রকৃতি প্রযত্ন	২৬
কাহাফেক ২৯৬৫:	ঘোড়ায় টানা রেলগাড়িটা	২৭
কাহাফেক ২৯৬৬:	আমরাজ্য	২৮
কাহাফেক ২৯৬৭:	নুরুর গরু	২৯
কাহাফেক ২৯৬৮:	মানুষ হয়েছো	৩০
কাহাফেক ২৯৬৯:	এখনো মানুষ আছে	৩০
কাহাফেক ২৯৭০:	করোনার গ্রাস	৩১
কাহাফেক ২৯৭১:	সরল পথে থাকতে চাই	৩১
কাহাফেক ২৯৭২:	চোখের জল	৩২
কাহাফেক ২৯৭৩:	ফিরে আসা বন্ধ	৩৩
কাহাফেক ২৯৭৪:	লাভের বন্ধুত্ব	৩৪
কাহাফেক ২৯৭৫:	শিশু কবি	৩৫
কাহাফেক ২৯৭৬:	ফিরে এসো নজরুল	৩৫
কাহাফেক ২৯৭৭:	কবি তুমি গান গেয়ে যাও	৩৬
কাহাফেক ২৯৭৮:	ভাবনা এখন দিনান্তরে	৩৭
কাহাফেক ২৯৭৯:	দোয়া	৩৮
কাহাফেক ২৯৮০:	প্রতারণা জাল	৩৮
কাহাফেক ২৯৮১:	জন্ম হলেই মৃত্যু হবে	৩৯
কাহাফেক ২৯৮২:	সুবিচার	৩৯
কাহাফেক ২৯৮৩:	বাঁশ কড়ুল	৪০
কাহাফেক ২৯৮৪:	ভুল ফুল	৪০
কাহাফেক ২৯৮৫:	সইলে শিকড় ধরবে ফল	৪১
কাহাফেক ২৯৮৬:	সুজন তালাশ	৪১
কাহাফেক ২৯৮৭:	নির্লজ্জ	৪২
কাহাফেক ২৯৮৮:	বিদেহী প্রাণ	৪২

কাহাফেক ২৯৮৯:	নিঝুম দ্বীপে	৪৩
কাহাফেক ২৯৯০:	সেই সুজনে বলবো বড়ো	৪৩
কাহাফেক ২৯৯১:	লাউ শোল	৪৪
কাহাফেক ২৯৯২:	রূপসা নদী	৪৫
কাহাফেক ২৯৯৩:	পথে নামলে পথ পাবো	৪৬
কাহাফেক ২৯৯৪:	হাটের ভিড়	৪৬
কাহাফেক ২৯৯৫:	পাপ থেকে রক্ষা	৪৭
কাহাফেক ২৯৯৬:	নবতরু কিশলয়	৪৭
কাহাফেক ২৯৯৭:	পথ অন্বেষণ	৪৮
কাহাফেক ২৯৯৮:	এই সে আগষ্ট	৪৮
কাহাফেক ২৯৯৯:	এই সমাজের স্বরূপ চিনে	৪৯
কাহাফেক ৩০০০:	ভুল গাছে ফুল বাহার	৫০
কাহাফেক ৩০০১:	মানুষ নিজেই আত্মঘাতি	৫১
কাহাফেক ৩০০২:	স্বপ্নের খিলক্ষেত	৫২
কাহাফেক ৩০০৩:	এক মোবাইলে অনেক কিছু	৫৩
কাহাফেক ৩০০৪:	বোকামীর ফলে	৫৪
কাহাফেক ৩০০৫:	সাদামাটা	৫৫
কাহাফেক ৩০০৬:	মাঠের খেলায় জয় পেয়েছি	৫৬
কাহাফেক ৩০০৭:	বাংলার কৃষক	৫৭
কাহাফেক ৩০০৮:	জয়ের মালা	৫৮
কাহাফেক ৩০০৯:	ক্ষমা করো মহানাথ	৫৯
কাহাফেক ৩০১০:	সাদা মনের কবি	৫৯

কাহাফেক ২৯৪১:

কবি নির্বাক

দুহাজার পাঁচ থেকে দুহাজার ষোলো
না জানি সে এক যুগ কিসে কেটে গেলো।
কাব্যের দেবী ছিলো কোপিত নয়ন
কবিতা হয়নি লেখা তাইতো তখন।

গোটা দুই তিন চার কদাচিৎ লেখা
কোথায় যে হারিয়েছে খুঁজে নেই দেখা।
বদলির ঝড়ো বায়ু দুর্ঘট তোড়ে
সিডরের মতো হায় ভাসিয়েছে মোরে।

গদ্য কাহারে বলে এই কালটুকু
বুঝিয়েছে বুঝাবার মোরে ততোটুকু।
মহাকালে হারিয়েছে জীবনের বাঁক
হারানো সে যুগে তাই কবি নির্বাক।

কাহাফেক ২৯৪২:

নেয়নি কলা চোরে

পেকে থাকুক পেঁকে থাকুক
কলা নেয় নি চোরে
চোরের আকাল পড়লো দেশে
সত্য প্রকাশ করে।

ঢাকার বাসায় গাছে কলা
পুষ্ট এবং পাকা
সত্য প্রকাশ এও করে যে
বাসযোগ্য এ ঢাকা।

কাহাফেক ২৯৪৩:

মাশুল দিয়ে কোভিড আনি

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি
সার্কুলারে বিবৃত
স্বাস্থ্যবিধি মানে কজন
নেই পরোয়া স্বীকৃত।

নেটে ঢুকে মাশুল ছাড়া
যাচ্ছে কেনা গরু ছাগল
কিন্তু হাটে মাশুল দিয়ে
আনতে কোভিড মানুষ পাগল।

কাহাফেক ২৯৪৪:

আটকে দিলে কবির গতি

ভাবনাগুলো রীতির জালে
যদিও হারায় দিক
লিখতে হবে অন্ত্যমিলে
ছন্দ রেখে ঠিক!
ধিক তবে তা ধিক!

বলতে গেলাম ফাগুন কথা
অন্ত্যমিলে আগুন ঠিক
মনকে বলি আবশ্যিকে
দ্বিগুন ত্রিগুন একটা নিক!
ধিক তবে তা ধিক!

এই ভাবে হায় নিয়ম শিকল
আটকে দিলে কবির গতি
কবিতা যে থাকবে না আর
মুক্ত স্বাধীন চপলমতি।

কাহাফেক ২৯৪৫:

কবিতার মতো কবিতা চলবে

বলেছো বন্ধু ঠিক
কবিতার মতো কবিতা চলবে
বাঁধভাঙা নির্ভিক।

বন্ধু বলেছো ঠিক
কবিতার পায়ে যে পরায় বেড়ি
ধিক তাহারে ধিক।

কবিতা সাহসী এগিয়ে চলবে
শৃংখল বাধা টুটে
কবিতার মাঝে কল্যাণ তৃষা
কেবলি রইবে ফুটে।

কাহাফেক ২৯৪৬:

বয়স যখন ষাট

ষাটের কাছে সাল তামামি
আমার আমি বালাই ষাট
এখন আমার ফেরার পালা
চুকিয়ে কালের রাজ্যপাট।

এখন আমার নেই আশা আর
করতে মধুর সুখ হরণ
থাকবে শুধু রাখলে মনে
কাব্যকথার কয় চরণ।

চেতনলোকে ডাক এসেছে
সমন জারি শীঘ্রী হবে
কিসের কথা কিসের কাব্য
তল্পি তল্পা গুটাই তবে ।

কাহাফেক ২৯৪৭:

বিশাল গরু

বিশাল গরু কিনতে গেলো
বিরাট গরু হাটে
বিরাট দিলে শিংএর গুঁতো
বিশাল ভূঁড়ি ফাটে।

বিশাল ভূঁড়ি টাকা ওয়ালা
টক অব দি টাউন
টাকার উৎস খুঁজতে গেলে
ইজ্জতালী ডাউন।

ইজ্জতালী টাকার গরম
বিরাট গরু চাই
নিজেই যে এক গরু বিশাল
নিজের দিশা নাই।

কাহাফেক ২৯৪৮:

সীতাফল

এই ফল সীতাফল
শরিফা কী আতা
ঠিক করি কহ মোরে
সহৃদয় ভ্রাতা।

কেউ কেন নেওয়া কয়
কেউ কেন মেওয়া
কেউ কেন নোনা কয়
চাই জেনে নেওয়া।

সীতাফল শরিফা আতা
মেওয়া নেওয়া নোনা
এক ফলে কতো নাম
নাই শেষ গোনা।

কাহাফেক ২৯৪৯:

প্রবাল মণি জীবন

দুই চোখে দুই প্রবাল মণি
দু আংগুলে জ্বলছে যেমন
ছিন্ন জীবন তরুর শাখায়
আশার বাসায় বিহগ তেমন।

লাভের খাতায় হিসেব যাহার
হারিয়ে কিছু যাবার পরেও
একেই বলে বৃক্ষ মানব
ক্ষয় নেই যার প্রবল ঝড়েও।

গঞ্জনা কী বঞ্চনা কী
হিসেব করে হয় না কাতর
শূন্যে শুরু শূন্য ইতি
মধ্যে অতি সেই মনোহর।

কাহাফেক ২৯৫০:

কুরবানি

বাবার জ্যাকেট ছেলের জামা
তারগুনাতে ক্লিপে আঁটা
মরুর পাশে ঘাসের আশে
একটি গরুর একা হাঁটা।

প্রাণপ্রিয় এক পুত্র নিয়ে
নবী পিতা যাচ্ছে মীনায়
তরবারি ধার ব্যর্থ হলো
বিদ্ধ হতে পুত্র সিনায়।

একটা গরু প্রিয় কারো
কুরবানি তার রক্ত নদী
রক্ত বিহীন ছবির মতোন
মন পশু বধ হতো যদি।

কাহাফেক ২৯৫১:

মুক্ত পাখি

মুক্ত যখন ছিলাম সবাই
মুক্তি কী ধন কেউ বুঝিনি
স্বাধীন থাকার সময়গুলোয়
মুক্ত থাকার পথ খুঁজিনি।

আজ পরাধীন পাকাপোক্ত
অতিমারীর বাঁধন জালে
মুক্তি কী ধন বুঝতে পারি
বন্দী দশায় কোভিড কালে।

কাল-করোনার দুঃখ-নিগড়ে
বন্দী এখন সুখের পাখি
আয় ফিরে আয় সুখ পাখি তুই
মুক্ত মনে আগলে রাখি।

কাহাফেক ২৯৫২:

ঈদের খুশী

ঈদ মোবারক কুরবানিতে
খোদাই করা খুশীর বাণী
নিবেদনের অর্ঘ্যমালায়
সুখের দিশা পাক ধরণী।

কাহাফেক ২৯৫৩:

আতাফল

সীতাফল আতাফল
সতী সীতা খায়
পোয়াতির উপকারী
বিদিত ধরায়।

ভিটামিনে মিনারেলে
সুষম এ ফল
পরিমিত আহারে তা
পোষণে সফল।

গর্ভভ্রূণে সুবিকাশে
সতী খায় সীতা
শিশু হয় হৃষ্ট পুষ্ট
মাতা সুসংস্থিতা।

কাহাফেক ২৯৫৪:

গরুর চামড়া

গড়পরতা লক্ষ টাকা
একটা গরুর দাম
অবাক লাগে যখন শুনি
এক শো টাকা চাম।

একশো টাকার চামড়া দিয়ে
দশ জোড়া হয় জুতো
দশটি জোড়ার দাম কত ভাই
শুধালে খাই গুঁতো।

অর্থনীতির ছাত্র তো নই
অনর্থ কই কথা
জলের দামে চামড়া বিকায়
সোনার দামে জুতা।

কাহাফেক ২৯৫৫:

গরীবের চামড়া

চামড়া নিয়ে কারসাজিতে
লুটছে যারা দেশের টাকা
লক্ষ্য তাদের বন্ধ করা
উন্নয়নের যন্ত্র চাকা।

কুরবানিতে পশুর চামড়া
গরীব দুঃখীর অধিকারে
দাম কমিয়ে লুটছে তারা
আজ কয়েকটি বছর ধরে।

চামড়া নিয়ে হে লুটেরা
চালিস নে আর দাবার গুটি
এবার না হয় গরীব মেরে
নে তার গায়ের চামড়া লুটি।

কাহাফেক ২৯৫৬:

মরলে গরু শুকুণ উড়ে

মরলে গরু শুকুণ উড়ে
শৃগাল কুকুর যায় না বাদ
জ্যান্ত গরু জবেহ করে
খায় মানুষে নির্বিবাদ।

একটা গরু বিশটা জুতো
প্রাণ বিলানোর অবদান
কেউ করে তার গোশত ভক্ষণ
কেউ লুটে খায় চামড়াখান।

কাহাফেক ২৯৫৭:

কবিও পাবে না রক্ষে

কবিতার দাদা কবিতাকে দিলে
আহুতি আগুন বক্ষে
ছাই হয়ে যাবে কবিতা নিচয়
কবিও পাবে না রক্ষে।

কাব্যদেবীকে সাধনায় ডাকি
সম্ভারে হয়ে কবি ধন্য
জানি না কেন সে ঢেলে দেবে সব
আগুনে ছাইয়ের জন্য!

কাব্যের দেবী অগ্নির দেবী
আদতে উভয়ে ধোঁয়া
কবি কি ভুলেছে মাটির পৃথিবী
মর্ত্যের মানুষের ছোঁয়া?

কাহাফেক ২৯৫৮:

বঙ্গতাজের বাংলাদেশে

বঙ্গতাজের বাংলাদেশে
ধন্য মাটি পুণ্যফল
বঙ্গতাজের প্রতিচ্ছবি
থাক চিরকাল সমুজ্জ্বল।

কাহাফেক ২৯৫৯:

বংশধর

নানার সাথে সাদাপরী
রিদিশা আর নাবিলা
তাই তো আকাশ রঙধনুতে
আজ সেজেছে রঙিলা।

ঈদ আবহে দ্বিগুন খুশী
আকাশে আজ রঙের ধনু
নাতনি দুটি না এলে কি
মনটা রাঙা হয় কখনো?

আলোর সেতু আকাশ ভরা
ভুবনজোড়া খুশীর বান
সবাই থাকুক এমনি খুশী
থাক শুভাশীষ অফুরান।

কাহাফেক ২৯৬০:

বেচাকেনায় ধরা

বেচতে গেলে দাম মিলে না
কিনতে বজার চড়া
আর কত কাল বেচা কেনায়
পড়বে কবি ধরা ?

কাহাফেক ২৯৬১:

ফকির আলমগীর

প্রাণের ভেতর গান ছিলো যার
গানের ভেতর প্রাণ
সারাজীবন গেয়ে গেলেন
জনগণের গান।

মন ছিলো যার মাটির সাথে
মিশে একাকার
মা মাটি ও মানুষ ছিল
কণ্ঠে অলংকার।

জাগরণের গান গেয়ে যে
করতো উজ্জীবিত
চলে যাবার পরেও সুজন
থাকবে গো জাগ্রত।

মুক্তিযুদ্ধে বীর সেনানী
ফকির আলমগীর
কোভিড উনিশ যুদ্ধে শহীদ
উন্নত যার শির।

আজ সখিনার রিকসাওয়ালা
মাটির ডাকে ফেরা
ভুলবে না কেউ নামটি গুণীর
গানের পাখি সেরা।

কাহাফেক ২৯৬২:

বাড়ি ফেরা

মনে পড়ে চলে যাব
অবসরে বাড়ি
মনে পড়ে দিতে হবে
পরপারে পাড়ি।

ক্ষণিকের মনে পড়া
ভুলে যাই পুনঃ
ভুলে গিয়ে নেইনি যে
প্রস্তুতি কোনো।

কাহাফেক ২৯৬৩:

অকালপক্ক

আগে খাবার পরে খিদা
বিয়ের আগেই দাদু দিদা।
অকালপক্ক আমের কুঁড়ি
কোকলি ফাগুন ইলশে গুঁড়ি।

কাহাফেক ২৯৬৪:

প্রকৃতি প্রযত্ন

প্রকৃতিতে মানুষ যদি
না রাখে তার হাত
মানুষ তবে কী করে হয়
শ্রেষ্ঠ মখলুকাত?

প্রকৃতিকে সেবায় মানুষ
করুক ব্যবহার
প্রকৃতি না অবাধ্য হয়
রাখুক হিসেব তার।

মানবজাতি ভেবে চিন্তে
করবে সঞ্চালন
প্রকৃতি ঠিক রেখে হবে
টেকসই উন্নয়ন।

কাহাফেক ২৯৬৫:

ঘোড়ায় টানা রেলগাড়িটা

গঙ্গারামের ঘোড়ার গাড়ি
গড়গড়িয়ে চলে
রেলের উপর চলে গাড়ি
আজব বুদ্ধি বলে।

এক ঘোড়াতে টানে গাড়ি
যাত্রী জনা কুড়ি
সহজ সরল এই প্রযুক্তি
নেই যে এটির জুড়ি।

সাবাস সাবাস গঙ্গা দাদা
কীর্তি সুমহান
ঘোড়ায় টানা রেলগাড়িটা
সত্যি ভালো যান।

গঙ্গারামের ঘোড়ায় টানা
রেলগাড়িটার পোস্ট
ফেবুর পাতায় দিলেন আমার
স্বজন প্রিয় দোস্ত।

এই সুবাদে দেখতে পেলাম
গঞ্জারামের গাড়ি
এই গাড়িতে ইচ্ছে যেতে
স্বজন সখার বাড়ি।

বন্ধু আমার গুণের আধার
নাজমুল হাসান খান
গঞ্জারামের মতোই যে তার
ধন্যবাদে স্থান।

কাহাফেক ২৯৬৬:

আমরাজ্য

আমরাজ্য মনোরম মনোহর পুরী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সুরম্য নগরী।
আম্রবীথি ছায়াতলে মনুষ্য নিবাস
স্মৃতিপটে আজো দীপ্ত চাঁপাই প্রবাস।

বরেন্দ্র দিয়ার মাটি দ্বিরূপ চিত্রণে
প্রগাঢ় প্রভাব তথা মনুষ্য মননে ।
ভালোমন্দ দুঃখানন্দ ব্যাপ্ত চরাচর
তথাপি অদাপি মম নিমগ্ন অন্তর।

কাহাফেক ২৯৬৭:

নুরুর গরু

নুরুর কেবল জানা ছিল গরু নামক essay
এক রচনায় ছাত্র জীবন পার করে দেয় সে ।
ক্লাস ফাইভের পরীক্ষাতে পড়লে গরু কমন
ভাবনা চিন্তা ছাড়াই নুরু খাতায় করে বমন।

সিক্সে এসে বেজায় বিপদ আসলো জোছনা রাত
কী করবে সে ভেবে না পায় মাথায় রাখলো হাত।
নড়লো মাথা বুদ্ধি এলো মাথায় সাথে সাথে
গরু মাঠে ঘাস খেতে যায় জোছনা ভরা রাতে।

ক্লাস সেভেনে নৌকো ভ্রমণ এলো পরীক্ষায়
ভ্রমণ সঙ্গী হয়ে গরু নুরুর সাথে যায় ।
ক্লাস এইটে আমাদের গ্রাম দেখলো প্রশ্নপত্রে
গ্রামের নামে করলো শুরু গরু পরের ছত্রে।

নাইনে এসে লাইনে নুরু উস্তাদি হয় পুষ্ট
এক গরুতে চালিয়ে দিতে হয়নি কভু কষ্ট।
সেলিম স্যারের কাছে নুরু পড়লো ধরা শেষে
লাল বৃত্তে রেখায় নুরু দুই পেয়েছে দশে।

কাহাফেক ২৯৬৮:

মানুষ হয়েছো

মানুষ হয়েছো কেন হবে হায়
অমানুষ পশু বন্য
মনে দাও স্থান মানুষ মহান
মানুষ মানুষের জন্য।

কাহাফেক ২৯৬৯:

এখনো মানুষ আছে

এখনো মানুষ আছে সুন্দর মনে
বিকশিত ফুল হয়ে মানব কাননে।

মানুষ হারাতো যদি জান্তব বনে
বনও উজার হতো মানব বিহনে।

মানুষ রয়েছে তাই আজো ধরাধাম
টিকে আছে অপরূপ নিয়ে প্রভুনাম।

কাহাফেক ২৯৭০:

করোনার গ্রাস

রোগের কষ্ট রোগে মরণ
নয় শুধু এর শেষ
কাল করোনা গিলছে ক্রমে
গোটা জাতি দেশ।

কাহাফেক ২৯৭১:

সরল পথে থাকতে চাই

তিন দশকের আরো আগে
চাকরি শুরুর ক্ষণে
প্রার্থনা মোর সেই সময়ে
এই ছিল মোর মনে।

মন থেকে এই দোয়া এলো
কাব্য হয়ে লেখায়
দয়াল প্রভু যেনো আমায়
সরল পথটি দেখায়।

সরল পথে ছিলাম আছি
অল্পে হয়ে তুষ্ট
তবু পিছন ফিরে দেখি
কতো যে কাল নষ্ট।

মানুষ বলেই ভুল করেছি
হে নাথ ক্ষমো মোরে
আর যেন না পথ ভুলে যাই
সরল থেকে দূরে।

কাহাফেক ২৯৭২:

চোখের জল

কবির বাড়ি সমতলে,
চোখ ভরা তার সাগর জলে
সাগর জলে নোনতা স্বাদ
যে চাখেনি সে বরবাদ।

কাহাফেক ২৯৭৩:

ফিরে আসা বন্ধ

সূর্যটা ফিরে আসে
যায় না সে অস্ত
আসলে সে চিরদিন
এক-ই কাজে ব্যস্ত।

ছেড়ে গেলে মরলোক
ফিরে আসা বন্ধ
পরলোকে নব ধারা
নবগতি ছন্দ।

বৃত্তীয় পথে ধায়
জড়গতি শক্তি
পরিধির পথ ধরে
হয় পরিব্যপ্তি।

জীবনের পথ হায়
শুধু ধায় সামনেই
ফিরবার মতো তার
বৃত্তীয় পথ নেই।

কাহাফেক ২৯৭৪:

লাভের বন্ধুত্ব

বন্ধু আমায় ভালোবাসে
কারণ আমি সুদর্শন
আমায় দেখলে বন্ধু চিত্তে
লাগে বৈকি শিহরণ।

বন্ধু আমায় ভালোবাসে
কারণ আমি নিরাপদ
আমায় নিয়ে ঝামেলা নেই
শান্তশিষ্ট হই একজন।

বন্ধু আমায় ভালোবাসে
কারণ আমি চাইনা কিছু
ভাগ ছেড়ে দেই অকাতরে
যাইনা লাভের পিছু পিছু।

বন্ধু আমায় ভালোবাসে
কারণ আমি বোকার হদ্দ
আমায় ফাঁকি দেয়া সহজ
ঝাড়ে বংশে গোস্টি শুদ্ধ।

কাহাফেক ২৯৭৫:

শিশু কবি

এই কবি যে শিশু আজো
চলতে একা হোঁচট খায়
গুরু এসে হাত ধরে যেই
অমনি হাঁটার মদদ পায়।

কাহাফেক ২৯৭৬:

ফিরে এসো নজরুল

নজরুল তুমি দ্রোহ প্রেম গানে
রেখে গেছো সাড়া তরুণের প্রাণে।

বলে গেছো তুমি মহারণ হেতু
যুগে যুগে আসো হয়ে ধুমকেতু।

আজি মোরা রত মহামারী রণে
ফিরে এসো কবি জাতির চেতনে।

কাহাফেক ২৯৭৭:

কবি তুমি গান গেয়ে যাও

ছোট্ট আমার কাব্য কণা
ক্ষুদ্র রেণু বীজাঙ্কুরে
তোমার সৃষ্টি বিশাল তরু
ফুল পাতাতে জীবন সুরে।

পারবে তুমিই আনতে সেধে
সঞ্জীবনি গানের সুধা
আনতে দ্রোহের ধুমকেতু আর
রুখতে প্রাণে মৃত্যুক্ষুধা।

জীবন জাগার শিকল ভাঙার
গান গেয়ে যাও চেতনায়
জাগুক জাতি কবি তোমার
কাব্য আলোকবর্তিকায় ।

কাহাফেক ২৯৭৮:

ভাবনা এখন দিনান্তরে

কারো শুরু কারো শেষ
জীবন যাপন এইতো বেশ
আজ শিশু তো বৃদ্ধ কাল
চলছে এমন চিরকাল।

কর্ম জীবন বদলি বেলায়
একটু মনে ভাবনা বুলায়
পি.আর.এল এর দিন ঘনালে
সবাই ফিরে অফিস ফেলে।

এমনি করে চলার শেষে
জীবন পাড়ে দাঁড়াই এসে
ভাবনা এখন দিনান্তরে
কবিও কবে ফিরবে ঘরে।

কাহাফেক ২৯৭৯:

দোয়া

যদিও কভু হয় নি দেখা
স্নেহের মণি আলিশা
রইলো দোয়া ভালো থাকো
এই আমাদের প্রত্যাশা।

আলিশা আজ বেশ তো বড়ো
ছোট্ট আলভি সাথে যে
দোয়া করি দু ভাই বোনে
করবে বিজয় ইউ.এস.এ।

কাহাফেক ২৯৮০:

প্রতারণা জাল

প্রতারণা জাল পাতা চারিধারে
লোভী আর বোকা তাতে ধরা পড়ে।

প্রতারক মনে যতো পাপ পোষে
প্রতারিত দায়ী ততো পাপ দোষে।

বোকামী কি লোভে ফাঁদে দিলে নাক
ফাঁস লেগে ধরা পড়ে মরে কাক।

কাহাফেক ২৯৮১:

জন্ম হলেই মৃত্যু হবে

জন্ম হলেই মৃত্যু হবে
দুদিন আগে পরে হোক
আসলে ভবে ছাড়তে হবে
মায়ায় ভরা ইহলোক।

কাহাফেক ২৯৮২:

সুবিচার

রাষ্ট্র চালায় লক্ষ লোকে
শাসন করে হাজার কয়
বিধান করে কয়েক শতে
এক মেধাতে বিচার হয়।

লক্ষ লোকের দোষে গুণে
শুদ্ধ ভুলে ভালোই চলে
আপিল কোথা করবো কভু
এক বিচারক বৈরী হলে।

কাহাফেক ২৯৮৩:

বাঁশ কড়ুল

বাঁশ কড়ুলে লুটতে মজা
করছে যারা ধ্বংশ বাঁশ
থাকলে মাথায় বাঁশের চিন্তা
করতো না এই সর্বনাশ।

বাঁশ কড়ুলের পুষ্টি কথা
স্বাদের মজা নাড়ির টান
সব্জিরূপে করতে আবাদ
হও চাষী ভাই আগুয়ান।

কড়ুল খেয়ে বাঁশের ঝাড়ে
সর্বনাশের ক্ষান্তি চাই
বাঁশ বাঁচিয়ে আবাদ করে
কড়ুল খেতে বিরোধ নাই।

কাহাফেক ২৯৮৪:

ভুল ফুল

ভুলের গোড়ায় পানি ঢেলে
ভুলের গাছে ফুটাই ফুল
ভুলের মুলটা ধরার আগেই
ফুলটা শুঁকে পটল তোল।

কাহাফেক ২৯৮৫:

সইলে শিকড় ধরবে ফল

শিকড় কাটা গাছ বাঁচে না
যতোই ঢালো গোড়ায় ফল
সইলে শিকড় সাজবে পাতায়
ধরবে গাছে তোড়ায় ফল।

কাহাফেক ২৯৮৬:

সুজন তালাশ

সুন্দর ধরনীর পথে হেঁটে চলি
চারুমুখ খুঁজে পেয়ে সুখে কথা বলি।

পুলকিত জীবনের গেয়ে জয়গান
কথাকলি মেলে ফুল ভরাই বাগান।

আগামী সকালে আর পাবো কি এমন
নাকি সব সরে যাবে ছায়ার মতোন?

কাহাফেক ২৯৮৭:
নির্লজ্জ

কয়েদী হতে লজ্জ্যা কিসের
লজ্জ্যা যাদের মোটেও নেই
আমজনতা আমরাও তো
তাদের গলায় মালা দেই।

কাহাফেক ২৯৮৮:
বিদেহী প্রাণ

প্রাণ ভরা যার প্রাণের প্রীতি
প্রাণ কেড়েছে সময় তার
প্রাণেশ তুমি প্রাণ-বিদেহীর
জন্য খুলো স্বর্গদ্বার।

কাহাফেক ২৯৮৯:

নিঝুম দ্বীপে

দেখেছিলুম সিন্ধু সলিল
বঙ্গ সাগর তীর মোহনায়
পড়েছিলুম সিন্ধু ঝড়ে
নিঝুম দ্বীপের সেই হাতিয়ায়।

ঝড়ের দাপট ঢেউয়ের দোলা
প্রাণ বুঝিবা উড়ে হাওয়ায়
সাগর হলো সিন্ধু তখন
বঙ্গ সে ভয় তুঙ্গে হারায়।

কাহাফেক ২৯৯০:

সেই সুজনে বলবো বড়ো

বড়োর ঘাড়ে আকাশ পাহাড়
ছোটোর মনে আনন্দ
বড়োর মাথায় ছোটর চিন্তা
ছোটর চির বসন্ত।

রাজার মাথায় মুকুট শোভে
প্রজায় ভাবে কী সুখ তার
প্রজা ঘুমায় মনের সুখে
নিঘুম রাজা রাত্রি পার।

উঁচু বিশাল প্রকান্ড যেই
বলছি না গো বড়ো তারে
সেই সুজনে বলবো বড়ো
যে সবাইকে ধারণ করে।

কাহাফেক ২৯৯১:

লাউ শোল

মানুষটা পাঁচফুট
সাড়ে তিন ইঞ্চি
দশ ফুটি লাউ পেয়ে
লোভে পড়ে কিনছি।

ঘাড়ে নিয়ে লাউখানা
ঘেমে নেয়ে যাই
মাছহাটি ঘুরে ঘুরে
শোল পাই নাই।

লাউ শোল হবে ঝোল
মিটে গেলো আশ
দশ ফুটী লাউ হলো
হারিকেন বাঁশ।

কাহাফেক ২৯৯২:
রূপসা নদী

বাড়ির পাশে রূপসা নদী
মায়াবী ঘাট জলসিঁড়ি
আজ ছুটিদিন সারাবেলা
রূপসা নদীর রূপ হেরি।

জলসিঁড়িতে জল মায়াবী
আছড়ে পড়ে কলতানে
মন ছুটে যায় পানসী বেয়ে
জল মোহিনীর আহবানে।

নদীর বুকে চলছে তরি
পাল তোলা নাও যন্ত্র বোট
ছুটছে ডিঙ্গি কার্গো ও বার্জ
জীবন তাগিদ থেকেই ছুট।

ইলিশ ধরা নৌকোগুলো
ফিরছে সাগর প্রান্ত থেকে
ঘাটে বসেই টাটকা ইলিশ
নিচ্ছি কিনে জালুয়া ডেকে।

এই রূপসী বাংলা আমার
রূপ সুধাকর রূপসা নদী
স্বর্গবাসী ধন্য হতো
স্বর্গে তোমায় পেতো যদি।

কাহাফেক ২৯৯৩:

পথে নামলে পথ পাবো

পথে যদি নাই বা নামি
পথ পাব ভাই কি করে
নামলে পথে পথ পাবো গো
লক্ষ্যে যাবো পথ ধরে।

কাহাফেক ২৯৯৪:

হাটের ভিড়

হাট বসে হররোজ
কম হয় ভিড়টা
সপ্তাহে হলে হাট
ভিড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা।
তাই হাট প্রতিদিন
রাতদিন হতে দিন
হলে হাট হরদম
ভিড় তবে হবে কম।

ভিড় যদি কম চান
দিন হাট বাড়িয়ে
ভিড় কম হয় নাকো
লোকজন তাড়িয়ে।

কাহাফেক ২৯৯৫:

পাপ থেকে রক্ষা

থাকতে বেঁচে যে আমাকে
কষ্ট দিলো জনম ভর
মরার পরে দোয়া দিতে
চাইবে না তো মোর অন্তর।

তবু চেয়ে নিজের পানে
করবো দোয়া তারও লাগি
যে পাপ তিনি করে গেছেন
তা থেকে নিজ রক্ষা মাগি।

কাহাফেক ২৯৯৬:

নবতরু কিশলয়

নতুনের আগমনে সেজেছে কানন
সবুজের সম্ভারে মোহিত শ্রাবণ।
পাতাঝরা পুরাতন ঝরে যাবো মোরা
নবতরু কিশলয়ে হবে মাতোয়ারা।

কাহাফেক ২৯৯৭:

পথ অন্বেষণ

সকল প্রাণে প্রভুর আলো
হয় নিশিদিন বিচ্ছুরণ
মরণ কালে সেই আলোটা
প্রভুই করেন নির্বাপন।

থাকতে আলো পথ দেখিনা
পথ করিনা অন্বেষণ
পথ হারিয়ে তাই বেপথে
যায় হারিয়ে ভুল জীবন।

কাহাফেক ২৯৯৮:

এই সে আগষ্ট

এনেছো স্বদেশ স্বাধীন বাংলা
ভাবনাকে কাজে সাজিয়ে
মতলবী সাথী লুটে নিলো দেশ
তোমাকেই গোরে পাঠিয়ে।

এনেছো পিতাজি স্বাধীন স্বদেশ
খুনীরা নিয়েছে ছিনিয়ে
তোমার স্বপ্ন সোনার বাংলা
গঠন দিয়েছে পিছিয়ে।

এই সে আগষ্ট পিতার রক্তে
আজো খুনী লোভাতুর
এসো নবারুণ খোকা রণসাজে
দেশ থেকে করি খুনী দূর।

কাহাফেক ২৯৯৯:

এই সমাজের স্বরূপ চিনে

যার টাকা সে নিজেই জানে
টাকাই আসল নয়
তবু টাকাই হর হামেশা
এই ভবে পায় জয়।

লোকটি ভালো কালকে ছিল
পকেট ছিল ফাঁকা
স্থান ছিল তার নিজ সমাজে
মন্দ লিষ্টে রাখা।

আজকে সে লোক দু'নম্বরী
টাকায় বদন আলো
ভেতরে সে খারাপ হলেও
সমাজ যে কয় ভালো।

লোকটা নিজের কীর্তি ভেবে
লজ্জিত না যতো
এই সমাজের স্বরূপ চিনে
সে যে অবাক ততো।

কাহাফেক ৩০০০:

ভুল গাছে ফুল বাহার

ভুলগুলো আজ বাড়ছে বেশী
ভুলে ভুলে সত্য চাপা
সত্যে দেখা যাচ্ছে ত্রুটি
ভুল পাথরে হয়ে মাপা।

ফুল বাগানে ভুল গাছেরা
লকলকানো লতার মতো
মূল তরুকে পাল্লা দিয়ে
ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে কতো!

ভুল গাছে ফুল বাহার দেখে
আগন্তুকের বিস্মিত চোখ
পরগাছাকে গাছ ভেবে দেয়
সত্যে নহে ভুলেই চুমুক।

কাহাফেক ৩০০১:

মানুষ নিজেই আত্মঘাতি

ঘরে ঘরে অলস এখন
সময় কাটায় মানব জাতি
সমাজ ভুলে একলা চলে
দল হারানো বন্য হাতি।

খাচ্ছে বসে জমানো ধন
ধনীর ঘরে চড়ুইভাতি
গরীব মরে নিরব নিথর
এই নিদানের আঁধার রাতি।

কোভিড এতোই বীর বাহাদুর
বিশাল বিরাট বুকের ছাতি
এর দাপটে হারিয়ে দিশা
মানুষ নিজেই আত্মঘাতি।

কাহাফেক ৩০০২:

স্বপ্নের খিলক্ষেত

প্রতীক্ষায়-

স্বপ্নের খিলক্ষেত তুমি কার?
কবে স্বপ্ন ছুঁবে বাস্তবের দ্বার?
অপেক্ষা করবো কতো আর?
তুমি কী কেবল বঞ্চনা হতাশার?

প্রত্যাশায়-

স্বপ্নের সাথে আছে
রথী মহারথী
তাহাদের প্রতি আছে
বিশ্বাস অতি।

আশা নিয়ে বসে আছি
করিবেনা ক্ষতি
হবে না স্বপ্ন ভঙ্গ
বিশ্বাসে যতি।

স্বপ্নেরা ভেঙে গেলে
হবে অবিচার
প্রভু পদে করি নতি
করো সুবিচার।

কাহাফেক ৩০০৩:

এক মোবাইলে অনেক কিছু

পাঠশালাতে পাঠ্য ছিল
একের ভিতর পাঁচ
একের ভেতর পাঁচ পাওয়াতে
কী যে খুশীর নাচ।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস হলে
এক আম্ব্রেলা তলে
হাল যামানায় সেই সেবাকে
জনবান্ধব সেবা বলে।

তা হলে ভাই দোষ কিছু নয়
এক গাছে দশ ফলে
এক মোবাইলে বোতাম টিপে
অনেক কিছু হলে।

কাহাফেক ৩০০৪:

বোকামীর ফলে

কৃষক দয়ালু ছিল
সেই সাথে বোকা
বোকামীর ফলে শেষে
খেতে হলো ধোকা।

দয়া করে যে কৃষক
যে সর্পে বাঁচালো
অকৃতজ্ঞ সেই সর্প
কৃষকে কাটিল।

দয়ার আধিক্য ছিল
বুদ্ধিতে আকাল
আদিখ্যেতা হেতু হলো
সাঙ্গ ইহকাল।

অকৃতজ্ঞ সর্প আর
দয়ালু সে চাষী
ঈশপের গল্পে শেষে
স্থান নিলো আসি।

কাহাফেক ৩০০৫:

সাদামাটা

ছন্দের দুটি কথা
মন্দের যাতনে
অন্ধের মতো কাঁদা
আশুহারা নয়নে।

কবিতার দুটি পদ
জীবনের চয়নে
অতিশয় সাদামাটা
সাধারণ বয়নে।

এই নিয়ে কবিখ্যাতি
রাজি নই গ্রহণে
শুধু চাই যেনো পাই
ঠাঁই গুণী চরণে।

কাহাফেক ৩০০৬:

মাঠের খেলায় জয় পেয়েছি

মাঠের খেলায় জয় পেয়েছি
হৃদয় ভরলো আনন্দে
সকল ভালোয় বিজয় পেলে
নাচবে হৃদয় সুছন্দে।

সুনীতিতে শীর্ষে থাকি
সুখ্যাতিতে সেরা
ছিনিয়ে আনি জয়ের মালা
বিজয় সুস্থ ধারা।

ধন্য ধন্য বলি তাদের
আনলো যারা জয়
এমনি ধারায় আসুক আলো
নিখিল বাংলাময়।

কাহাফেক ৩০০৭:

বাংলার কৃষক

এই মাটি মা আমার খাঁটি
তাইতো মাটির মায়ায় খাটি।
মাটির মুঠো সোনার কণা
ফলাই তাতে শস্য দানা।

মাটির ধুলো মায়ের মায়ায়
এক পলকে জীবনটা যায়।
এই তো মাঠেই জীবন শুরু
ধুলি খেলেই আজকে বুড়ো।

কৃষক আমি মাটির ছেলে
বুড়ো হলাম মাটির কোলে।
ডাকলে মাটি মাটির বুকে
মিশবো গিয়ে পরম সুখে।

তাও যতো দিন রয়েছে প্রাণ
ফলিয়ে যাবো মাঠভরা ধান।

কাহাফেক ৩০০৮:

জয়ের মালা

জয়ের মালা আজকে যারা
রাখলে ধরে দেশের তরে
ধন্য ধন্য তোদের জন্য
আজ স্বজাতি গর্ব করে।

মাঠের খেলায় আজ এগিয়ে
কাল না যেনো হারাই স্থান
এমনি ভাবে দেশের তরে
সর্বক্ষেত্রে রাখি মান।

আজ আকাশে কালকে যেনো
পাতালপুরী না হয় ঠাঁই
এ উন্নয়ন টেকসই হোক
এই সাধনা সবার চাই।

কাহাফেক ৩০০৯:

ক্ষমা করো মহানাথ

আজকাল ক্ষণে ক্ষণে মনে জাগে ভয়
এই বুঝি শেষ হলো ভাগের সময় ।
কতটুকু ভাগে ছিলো কত তার বাকি
অতীতের মতো সেকি লোকসান ফাঁকি?

ভাবি বসি একা একা হাতরিয়ে স্মৃতি
কতো হাসি খুশী আর কতো দুঃখ গীতি।
কতো তার পুণ্য ও কতো তার পাপ
ক্ষমা করো মহানাথ করি অনুতাপ।

কাহাফেক ৩০১০:

সাদা মনের কবি

চাকরি ছাড়া আর কিছু না করতে তোমায় দেখি
কি করে হয় বাড়ি গাড়ি হিসেব মিলাও দেখি।
মূল বেতনে পঁচিশ হাজার বাড়ি ভাড়ায় বারো
ধরে নিলাম খুচরা ভাতায় হাজার তেরো আরো ।

সাকুল্যে হয় অর্ধলক্ষ বেতন মাসের শেষে
লক্ষ টাকা মাসে খরচ কোত্থেকে ভাই আসে?
আধা থেকে এক চলে যায় আরো থাকে আধা
এমন হিসেব বুঝাও তুমি আমায় পেয়ে গাধা।

ও বুঝেছি টাকা তোমায় ভূতে জোগায় ভাই
জ্যান্ত মোরা ভূত হয়েছি তাইতো হিসেব নাই।
মধ্য সারির অধিকারী তোমার হাতে দেশ
অন্ধ মোরা সেই সুযোগে করছো লুটে শেষ।

উন্নাসিকের দৃষ্টি তোমার উপরতলায় চোখ
সমতলে তাকাও এবার দেখো দেশের লোক।
মাসে হাজার হয় না কামাই এমন কোটি লোক
তাদের পানে চাইলে তোমার ভিজতো দুটি চোখ।

ফিরতে তুমি করতে হিসেব আয়ের মধ্যে ব্যয়
দেশটা পেতো স্বচ্ছ সেবা সুবিচার ও ন্যায়।
বাড়ি গাড়ি জমি টাকার ধান্দা সকল ছেড়ে
মানুষ হয়ে মানব সেবায় আসতে তুমি ফিরে।

বিত্ত তোমার নাইবা হতো সেবায় পেতে সুখ
তোমায় নিয়ে আমজনতার গর্বে ভরতো বুক।
সৎজীবনের অমলধারায় ধৌত অসৎ সবই
এই তুমিও বদলে হতে সাদা মনের কবি।

-

কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous